৯ম পাঠ ঃ

আমাদের মণ্ডলী

সুসমাচার হচ্ছে খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে মানুষের জন্য ঈশ্বরের শুভ বারতা। সুসমাচার একটি মহান দান যা ঈশ্বর মণ্ডলীকে দিয়েছেন। যাদের কাছে ঈশ্বরের এ শুভ বারতা পৌঁছেনি, তাদের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া মণ্ডলীর সদস্য হিসাবে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া চলবেনা। অন্যভাবে বলতে গেলে, মণ্ডলীর সবচেয়ে প্রধান ও অবশ্যকরণীয় কাজ হোল, সমগ্র মানুষের কাছে সুসমাচার পৌঁছে দেওয়া। অর্থাৎ ঈশ্বরের শুভ বারতা প্রচারের মাধ্যম হোল মণ্ডলী। এ কাজটি করতে ঈশ্বর মণ্ডলীকেই নিরূপণ করেছেন।

ঈশ্বরের কার্যকারী হিসাবে আপনি হয়ত ভাবতে পারেন, এ মহান দায়িত্ব পালন করার জন্য কি ধরনের যোগ্যতা আমার থাকা দরকার? আপনার এ প্রশ্নের জবাব হিসাবেই এই পাঠটি দেওয়া হোল। এই পাঠের প্রথম দিকে কতকগুলো নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কিভাবে আমাদের উপর ঈশ্বরের নিরুপিত এই মহান কাজটি সম্পন্ন করবার জন্য আমরা মণ্ডলীর অন্যান্য সদস্যদের উৎসাহিত করতে পারি। তার-পর কতকগুলো উপায় দেওয়া হয়েছে যে, কিভাবে আমরা মণ্ডলীর আর্থিক উন্নতি সাধন করতে পারি, যাতে ঈশ্বরের নিরূপিত এই মহান কাজটি যথাসময়ে সুসম্পন্ন হতে পারে।

পাঠের খসড়া ঃ

সদস্যদের সংঘবদ্ধ করা।
আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা

পাঠের লক্ষ্য ঃ

এই পাঠ শেষ করার পর আপনি ঃ

★ এমন কতকগুলো উপায় উদ্ভাবন করতে পারবেন, তাতে সুসমাচার প্রচারক হিসাবে খ্রীষ্টিয়ানরা তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে সমর্থ হয়।

★ এমন কতকগুলো সুনির্দিষ্ট উপায় দেখাতে পারবেন, যেগুলো মণ্ডলীর আর্থিক বিষয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করবে।

আপনার জন্য কিছু কাজ ঃ

১। আগের পাঠগুলো যেভাবে পড়েছেন, এটিও সেভাবে পড়ে যান। পাঠের খসড়া, পাঠের লক্ষ্য, মূল শব্দাবলী, পাঠের মধ্যকার ভিন্ন ভিন্ন নক্শা ও ভিন্ন ভিন্ন উপায়গুলো খুব মনযোগের সাথে পড়ুন ও দেখুন। পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। পাঠের শেষে পরীক্ষাটি দিতে ও যেসব শব্দের অর্থ জানেন না বই'এ শেষের দিকে 'পরিভাষায়' তা দেখে নিতে ভুল করবেন না।

২। এই পাঠে যে সব উপায় ও কার্যপ্রণালী দেওয়া হয়েছে—ভেবে দেখুন কিভাবে সেগুলো আপনার জীবনে প্রয়োগ করতে পারেন।

যে সব কার্যপ্রণালী এই পাঠে দেওয়া হয়েছে, মণ্ডলীতে সেগুলো খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে। প্রার্থনা করি ও আশা করি আপনার মণ্ডলীতেও সেগুলো ফলপ্রসূ হবে।

মূল শব্দাবলী ঃ

পর্যবেক্ষন	অত্যাবশ্যকীয়	ঘূর্ণায়মান	সমন্বয়
বিশ্লেষণ	নিগূঢ়	পরিপ্রেক্ষিতে	মূল্যায়ন
ক্রমিক পর্যায়	ট্রাকটর	সুষম	সম্পূরক
প্রযোজ্য	ওয়াকিফহাল	মুদ্রাস্ফীতি	সম্প্রসারণ
অংগাংগিভাবে	অবিচ্ছেদ্য	অপ্রত্যাশিত	

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

সদস্যদের সংঘবদ্ধ করা ঃ

সুসমাচার প্রচার কাজের দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ সুসমাচার প্রচার কাজের দায়িত্ব বলতে কি বোঝায়, তা বুঝতে পারা।

কোন কোন মণ্ডলী আছে যেখানে গুটিকতক সদস্য নিয়েই তারা সন্তুষ্ট। মণ্ডলী বৃদ্ধির জন্য তাদের বিশেষ কোন চিন্তা নাই। পালকের বেতন দেওয়া ও গীর্জায় গিয়ে তার প্রচার শোনাই যথেষ্ট বলে তারা মনে করে।

সুসমাচারের ধনাধ্যক্ষতা সম্পর্কে এই মণ্ডলীগুলো কখনই শিক্ষা দেয় না। লোকেরা জানেনা যে সুসমাচার প্রচার কাজ, ঈশ্বর কর্তৃক মণ্ডলীর সদস্যদের উপর অর্পিত এক মহান ও অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব। এই ভ্রান্তি দূর করতে হলে মণ্ডলীর মধ্যে বিশ্বাসীদের এই দায়িত্ব সম্পর্কে যে মৌলিক শিক্ষাগুলি আছে, সেগুলি ভাল করে শিক্ষা দিতে হবে। এবিষয়ে নীচে কিছু সাহায্য দেওয়া গেল ঃ

১। সুসমাচার ঈশ্বরের কাছ থেকেই এসেছে। মানবজাতির মুক্তির জন্য এটি তাঁরই সুখবর (রোমীয় ১ ঃ ১)। এই সুখবরের উৎপত্তি তাঁরই মধ্যে (১ তীমথিয় ১ ঃ ১১)।

২। আমরা সুসমাচারের ধনাধ্যক্ষ। ঈশ্বরের সংগে আমাদের একসাথে কাজ করতে হবে (১ করিন্থীয় ৩ ঃ ৯)। ঈশ্বরের নিগূঢ় সত্যগুলি অর্থাৎ সুসমাচারের রহস্য, ঈশ্বর আমাদের উপর দিয়েছেন (১ করিন্থীয় ৪ ঃ ১, ইফিষীয় ৬ ঃ ১৯)। বিশ্বাস করেই তিনি আমাদের উপর এই মহান দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন (১ করিন্থীয় ৯ ঃ ১৭-১৮ ; মথি ১০ ঃ ৭-৮)।

৩। সুসমাচার আমাদের জানতে হবে। সহজ কথায়, আমরা নিজেরা যা জানিনা তা অন্যদের কেমন করে জানাবো? অধিকাংশ খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে এই সমস্যাটি দেখা যায়। যারা নিজেরাই সুসমাচারের কোন একটি বিশেষ বিষয়ে ভালভাবে বোঝেনা, তারা অন্যদের সেই বিষয়ে কি করে বোঝাবে?

খ্রীষ্টিয়ানদের কাছে সুসমাচার শিক্ষা দেওয়ার একটি উপায় হচ্ছে যীশুর বিষয়ে ছোট ছোট গল্প বলা, যেভাবে সুসমাচার লেখকেরা করেছেন। আই, সি, আই-এর "যীশু খ্রীষ্টের জীবনের প্রধান কয়েকটি অধ্যায়" নামক পাঠ্যক্রমটি এর একটি সুন্দর উদাহরণ। এভাবে শিষ্যদেরকেও দেখা যায়, তারা যীশু খ্রীষ্টের জীবনের প্রধান অধ্যায়গুলি তুলে ধরেছেন (প্রেরিত ২ ঃ ২২-২৪, ৩২-৩৩ ; ১০ ঃ ৩৬-৪২ ; ১৩ ঃ ২৩-৩২ ; ১ করিন্থীয় ১৫ ঃ ১-৭)। এখনও অনেক দেশে যীশুর বিষয়ে গল্প বলা সুসমাচার প্রচারের একটি সহজ পথ বলে মনে করা হয়।

পরিত্রাণ সম্পর্কীয় মূল সত্যগুলি শিক্ষা দেওয়া সুসমাচার প্রচারের আর একটি উপায়। ক) মানুষ মাত্রই পাপী এবং কেউই নির্দোষ নয় (রোমীয় ৩ ঃ ১০-১২, ২৩ ; ৬ ঃ ২৩)। খ) মানুষ নিজেকে নিজে রক্ষা করতে পারেনা (যিমমিয় ২ ঃ ২২)। গ) কেবল খ্রীষ্ট যীশুই পাপীদের উদ্ধার করতে পারেন (প্রেরিত ৪ ঃ ১২, ১ তীমথিত ১ ঃ ১৫)। ঘ) পাপ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য মানুষকে অবশ্যই খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করতে হবে (যোহন ৩ ঃ ১৬, প্রেরিত ১৬ ঃ ৩১)।

৪। আমাদের সুসমাচার প্রচার করতে হবে। কেন আমাদের সুসমাচার প্রচার করতে হবে, সেই বিষয়ে বিশেষ তিনটি কারণ আছে ঃ

ক) সুসমাচার প্রচার করতে যীশু নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন (মথি ২৮ ঃ ১০-২০ ; মার্ক ১৬ ঃ ১৫, লূক ২৪ ঃ ৪৭, প্রেরিত ১ ঃ ৮)। খ) সুসমাচার হ'ল পাপ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য ঈশ্বরের শক্তি (রোমীয় ১ ঃ ১৬)। গ) আমরা দোষী হবো, যদি আমরা সুসমাচার প্রচার না করি (১ করিন্থীয় ৯ ঃ ১৬)।

১। সুসমাচারের ধনাধ্যক্ষতা অর্থাৎ মণ্ডলীর ঃ

ক) কাছ থেকে সুসমাচার আসা।

খ) উপরই সুসমাচার প্রচারের দায়িত্বভার দেওয়া।

গ) কাছ থেকে সুসমাচার প্রচার শুরু হওয়া।

আত্মিক দানগুলোর ব্যবহার ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ এমন উক্তিগুলো বেছে নিতে পারা, যেগুলো মণ্ডলীর কাজের সাথে পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম ও আত্মিক দানগুলো কিভাবে সম্পর্কযুক্ত, তা দেখায়।

ঈশ্বর মণ্ডলীর উপর কতকগুলো মহৎ কাজের ভার দিয়েছেন এই কাজগুলো যথেষ্ট কঠিনও বটে। সাথে সাথে তিনি খ্রীষ্টে বিশ্বাসীদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতাও দিয়েছেন, যেন তারা ঈশ্বরের দেওয়া কাজগুলো খুব ভালভাবে সম্পন্ন করতে পারেন। এই যোগ্যতাগুলোই হচ্ছে বিভিন্ন আত্মিক দান। সুসমাচারের সত্যের সমর্থনে কোন কোন আত্মিক দান অত্যন্ত প্রয়োজনীয় (মার্ক ১৬ ঃ ১৭-১৮, ২০)।

মণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই আছে, যারা এখনও পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম পায়নি। এধরনের লোকদের প্রার্থনায় অপেক্ষা করতে হবে ও যে পর্যন্ত পবিত্র আত্মার শক্তি তারা না পায়, সেই পর্যন্ত তারা যেন ঈশ্বরের কাছে সেই শক্তির জন্য প্রার্থনা চালিয়ে যায় (লূক ২৪ ঃ ৪৯, পেরিত ১ ঃ ৪-৫)। যে কেউ সুসমাচার প্রচার করতে চায়, প্রথমে তাকে পবিত্র আত্মার শক্তিলাভ করতে হবে—তা না হলে তার প্রচার হবে নিষ্ফল। এটা হবে সেই চাষীর মত, যে কয়েক শত একর জমি চাষ করবার জন্য, তাকে দেওয়া ট্রাক্টর ব্যবহার না করে নিজের হাতে চাষ করতে চাইল ও পরে এই কাজ সম্পূর্ণ অসম্ভব বলে বচসা করতে লাগল।

খ্রীষ্টে বিশ্বাসীরা যদি পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম পেয়ে থাকেন, তাহলে নিঃসন্দেহে তারা অন্যান্য আত্মিক দানগুলোর মধ্যেও দুএকটি লাভ করেছেন। আত্মিক দানগুলো লাভকরে তারা যেন সেগুলো মানুষের পরিত্রাণের জন্য এবং খ্রীষ্টের দেহ (মণ্ডলী) গেঁথে তোলার জন্য ব্যবহার করেন (রোমীয় ১২ ঃ ৪-৮); অর্থাৎ তারা যেন সব সময়ে এই আত্মিক দানগুলোর ব্যবহার করেন ও অবহেলা করে হারিয়ে না ফেলেন (১ তীমথিয় ৪ ঃ ১৪ ; ২ তীমথিয় ১ ঃ ৬)। ঈশ্বর যেমন সুসমাচারের ধনাধ্যক্ষতা আমাদের উপর অর্পণ করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে এই আত্মিক দানগুলিও আমাদের দিয়েছেন। এগুলি আমাদের বিশ্বস্তভাবে রক্ষা ও ব্যবহার করতে হবে (১ পিতর ৪ ঃ ১০-১১)।

২। পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম ও আত্মিক দানগুলো মণ্ডলীর কাজের সাথে কিভাবে সম্পর্কযুক্ত ?

ক) এগুলো প্রচার করার বিষয়।

খ) এগুলোই মণ্ডলীর লক্ষ্য।

গ) এগুলোই হচ্ছে মণ্ডলীর কাজ সফল হওয়ার উপায়।

পরিকল্পনা করা ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ এই পাঠের মধ্যে যে উপায়গুলো দেখান হয়েছে, সেই অনুসারে পরিকল্পনা তৈরী করতে পারা।

মণ্ডলীর প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারা ঃ

মণ্ডলীর সমস্ত কাজগুলো মোটামুটিভাবে চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ—

১। **আরাধনা ঃ**
- উপাসনা
- প্রার্থনা সভা
- বিশেষ সহভাগিতা সভা
- রাত্রি জাগরণী সভা
- উদ্দীপনা সভা, ইত্যাদি

২। **অন্যান্য পরিচর্যা ঃ**
- সুসমাচার প্রচার
- গৃহ পরিদর্শন
- ঘর-দোর তৈরী ও মেরামত
- সংগীত ও বাদ্য যন্ত্র
- মহিলা কর্ম সংগঠন, ইত্যাদি

৩। শিক্ষা দেওয়া ঃ

নূতন বিশ্বাসীদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা
কার্যকারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
বাইবেল ক্লাস, ইত্যাদি।

৪। সহভাগিতা ঃ

খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা
বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যাওয়া
খেলাধুলার ব্যবস্থা

মণ্ডলীর কাজের জন্য যে কোন পরিকল্পনা তৈরী করার আগে প্রথমে মণ্ডলীটির প্রকৃত অবস্থা বুঝতে হবে। উপরে দেখানো হয়েছে যে মণ্ডলীর কাজগুলো চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। মণ্ডলীটি যে সব কাজ করছে সেগুলোর একটি খসড়া তৈরী করুন ও পরে ভাল-ভাবে লক্ষ্য করে দেখুন কোন্ কাজ খুব নিস্তেজভাবে চলছে, বা মোটেই চলছেনা। মণ্ডলী কি কেবলমাত্র একটি সামাজিক সেবামূলক সংগঠন হয়ে পড়েছে? মণ্ডলীটিতে কি কেবল উপাসনার কাজ হয়, না কিছু কিছু সামাজিক সেবামূলক কাজও চলে; না-কোনটাই ভালভাবে চলছেনা। এগুলো সব নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষন করুন। মণ্ডলীর সদস্যদের আত্মিক ও সামাজিক উন্নতি হচ্ছে কিনা? অন্যভাবে বলতে গেলে মণ্ডলী কি গতিহীন? মণ্ডলীর কাজের জন্য যে কোন পরিকল্পনায়, এই পর্যবেক্ষন খুবই প্রয়োজনীয়। উপরোক্ত চারটি বিষয়, তাদের গুরুত্বের দিক থেকে প্রথমটি প্রথমে, দ্বিতীয়টি দ্বিতীয়তে এই ভাবে ক্রমিক পর্যায়ে সাজিয়ে লেখা হয়েছে, সুতরাং এর কোন্‌টিকে কত গুরুত্ব দিতে হবে, সে সম্পর্কে এখান থেকেই একটা ধারনা পেতে পারবেন।

৩। উপরোক্ত কাজগুলির মধ্যে আপনার মণ্ডলীতে যে যে কাজ হয়ে থাকে, সেগুলি নোট খাতায় লিখুন ও সেগুলির মূল্যায়ন করুন।

পরিকল্পনা সভা ঃ

মণ্ডলীর প্রকৃত অবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর, পালক মণ্ডলীর পরিচারকবর্গ বা ডিকন বোর্ড ও যারা মণ্ডলীর ভিন্ন ভিন্ন শাখার পরিচালক তাদের ডাকবেন, তাদের কাছে মণ্ডলীর প্রকৃত অবস্থা বিশ্লেষণ করবেন ও তাদের সংগে চিন্তা পরামর্শ করবেন। এই ধরনের সভায় নীচের কাজগুলি করা যেতে পারে।

১। সম্মিলনী, সংঘ বা ইউনিয়নের পরিকল্পনাগুলিকে স্থানীয় মণ্ডলীর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার ও গ্রহণ করতে হবে। এগুলি অকেজো বা বাতিল বলে একেবারে ফেলে দিলে চলবে না।

২। এক সংগে বসে চিন্তা ভাবনা করা প্রয়োজন। মণ্ডলীর বিভিন্ন প্রকল্পগুলি বা শাখাগুলি একে অন্যের কাজে সমস্যার সৃষ্টি না করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। বরং কাজগুলি যেন একে অন্যের সম্পূরক হয় বা তাদের মধ্যে সমন্বয় থাকে।

যেহেতু সম্মিলনী, সংঘ বা ইউনিয়ন সাধারণতঃ বাৎসরিক চিন্তার ভিত্তিতেই তাদের পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করে, সুতরাং, এই পরিকল্পনা সভাগুলিও বৎসরে একবার করে বসা ভাল। অবশ্য ছোট ছোট পরিকল্পনার জন্য মাঝে মাঝে পরিকল্পনা সভায় অবশ্যই বসা দরকার। পরিস্থিতি অনুসারে এ ধরনের সভা প্রতি মাসে বা ২/৩ মাস পর পরও হতে পারে। অনেক সময়ে জরুরী সভাও ডাকা যেতে পারে।

এধরনের পরিকল্পনা গ্রহণের পর এগুলি মণ্ডলীর ক্যালেণ্ডারে বা পঞ্জিকায় লিখে রাখা প্রয়োজন। যেন বছরের প্রথম থেকেই এই দিনগুলি বিশেষ দিনরূপে নির্দিষ্ট করা থাকে। ছোট ছোট পরিকল্পনার জন্য মাঝে মাঝে ডিকন বোর্ডের বৈঠক বসতে পারে ও প্রয়োজন মত এদিনগুলিও ধার্য করা যেতে পারে।

উপায়গুলির সদ্ব্যবহার ঃ

পরিকল্পনা কার্যকারী করার জন্য তৃতীয় পাঠে যে উপায়গুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলি খুবই ফলপ্রসু। এই বছরে যে কাজগুলি করা হবে, সেগুলি প্রথমেই স্থির করা দরকার। উদাহরণ সরূপ, পরিকল্পিত বছরে কমপক্ষে নূতন ত্রিশজন সদস্য বাড়াতে হবে বা একটা শাখা

মণ্ডলী উদ্ধোধন করতে হবে বা একটা প্রচার কেন্দ্র শুরু করতে হবে। গুরুত্বের দিক থেকে লক্ষ্য রেখে আগের গুলি আগে ও তারপর হবে অন্যগুলি, এই ভাবে পর্যায়ক্রমে করে যেতে হবে। উপাসনা ও প্রচার-কাজ, পরিকল্পনার মধ্যে গুরুত্বের দিক থেকে সব সময় প্রথমে থাকতে হবে। তারপর পরিকল্পনা অনুসারে স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য কাজগুলি চলতে থাকবে। পরিকল্পিত বছরের মধ্যে কমপক্ষে নূতন ত্রিশজন সদস্য লাভ করা চারটিখানি কথা নয়। এর জন্য প্রয়োজনীয় কার্য-কারী তৈরী করতে হবে, প্রচারমূলক সভার আয়োজন করতে হবে, নূতন বিশ্বাসীদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করতে হবে ও তাদের বাপ্তিস্ম দিতে হবে।

৪। কোন একটি মণ্ডলীতে পরিকল্পনা কার্যকারী করার জন্য নীচে কতগুলো পর্যায় দেওয়া হোল। উপরে দেওয়া উদাহরণ অনুসারে এগুলো পর পর সাজান ও ১ থেকে ৭ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যগুলো পর পর বসিয়ে দেখান।

.....ক) প্রশিক্ষণ দেওয়ার মত কয়েকজন যোগ্য খ্রীষ্টিয়ান বেছে নিতে হবে।

.....খ) মণ্ডলীর সমস্ত পরিচালকদের একটি সভার জন্য ডাকতে হবে।

.....গ) শিক্ষা দেওয়ার কাজ যে খুবই কম হচ্ছে, তা বুঝতে হবে।

..... ঘ) মণ্ডলীর সমস্ত কাজগুলো বিভিন্ন ভাগে ভাগ করতে হবে।

.....ঙ) প্রশিক্ষণের জন্য একটি সময় নির্ধারণ করতে হবে।

.....চ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের দিনগুলো ক্যালেণ্ডারে বা পঞ্জিকায় লিখে নিতে হবে।

.....ছ) নূতন ভাবে তিনটি বাইবেল ক্লাশ শুরু করার পরিকল্পনা করতে হবে।

প্রচার বা সাক্ষ্যদান ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ অনেক কাজের মধ্যে মণ্ডলীর প্রথম কাজ কি হবে, তা স্থির করতে পারা ও এই ব্যাপারে প্রেরিত ১ ঃ ৮ পদে মণ্ডলীর প্রচারকাজ ও এর সম্প্রসারণের যে পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে, তা অনুসরণ করতে পারা।

কোন পরিকল্পনা নিলে তা মণ্ডলীর ঠিকমত পালন করা উচিত। সমস্ত পরিকল্পনার মধ্যে প্রধান কাজ হোল সুসমাচার প্রচার। অবশ্য মণ্ডলীকে জানতে হবে যে, কোথা থেকে প্রচার কাজ শুরু করতে হবে। সুসমাচার প্রচার ও এর সম্প্রসারণের পরিকল্পনা যীশু তাঁর প্রথম মণ্ডলীর কাছেই দিয়ে গিয়েছেন, যা আজকের মণ্ডলীর জন্যও প্রযোজ্য। প্রেরিত ১ ঃ ৮ পদে আমরা এ বিষয়ে দেখতে পাই।

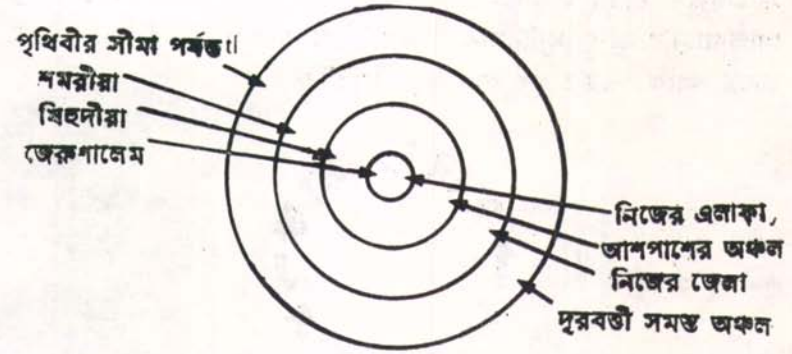

উপরের এই নক্‌শাটিতে আমরা দেখতে পাই যে, মণ্ডলীকে তার নিজের এলাকা থেকে প্রচার কাজ শুরু করতে হবে এবং ক্রমে একটু একটু করে দূর দুরান্তে প্রচার কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এই কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রচার প্রণালী প্রয়োগ করা যেতে পারে, উদাহরণ স্বরূপ ঃ ক) মণ্ডলীর মধ্যে সংঘবদ্ধভাবে প্রচার চালিয়ে ; খ) মণ্ডলীর আশে পাশে প্রচার অভিযান চালিয়ে ; গ) নূতন নূতন প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করে ; ঘ) পথপ্রচার পদ্ধতিতে বা খোলা পাঠে প্রচারমূলক সভা করে ; ঙ) বাড়ী বাড়ী খ্রীষ্টিয় পুস্তিকা বিতরণ করে ; চ) হাসপাতালে রোগীদের পরিদর্শনের মাধ্যমে ; ছ) জেলখানায় কয়েদীদের পরিদর্শন করে ; অন্যদের সামনে ব্যক্তিগত জীবনের সাক্ষ্য দিয়ে ও ঝ) রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচার করে।

প্রচার কাজ যে কেবল মাত্র বিশেষ সময়ে করতে হবে ও অন্যান্য সময় এই কাজ বন্ধ থাকবে এ ধরনের প্রশ্নই উঠেনা। কেননা প্রভুর পরিকল্পনা, মণ্ডলী সব সময়ই সুসমাচার প্রচার করবে। অর্থাৎ সুসমাচার

প্রচার করাই মণ্ডলীর প্রথম ও প্রধান কাজ। প্রথম মণ্ডলীগুলোতে প্রতিদিনই সুখবর প্রচার করা হোত (প্রেরিত ৫ ঃ ৪২)। তার ফলে যারা পাপ থেকে উদ্ধার পাচ্ছিল, প্রভু বিশ্বাসী দলের সংগে প্রত্যেক দিনই তাদের যোগ করতেন (প্রেরিত ২ ঃ ৪৭)।

নূতন বিশ্বাসীরা অন্যদের কাছে যেন সাক্ষ্য দেয় অর্থাৎ তারা যা শিখেছেন, তা যেন তারা অন্যদের শেখায়। অর্থাৎ তারা প্রভুর পক্ষে সাক্ষ্যস্বরূপ হবে (২ তীমথিয় ২ ঃ ২)। মণ্ডলী হচ্ছে 'প্রচারকাজ' ও 'সাক্ষ্যদানে'র এক ঘূর্ণায়মান বা গতিশীল চাকার মত যা সব সময়ই চলতে থাকে, এর চালক স্বয়ং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট।

৫। কোন একটি মণ্ডলী প্রেরিত ১ ঃ ৮ পদের পরিকল্পনা অনুযায়ী পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত তাঁর সাক্ষী হতে চায়। নীচের কোন্ কাজটি দিয়ে শুরু করলে এই ব্যাপারে সফলকাম হওয়া যায়, তা টিক্ (√) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) মণ্ডলীর আশে-পাশের বাড়ীগুলোতে খ্রীষ্টিয় সাহিত্য বিতরণ ক'রে।
খ) একটি প্রতিবেশী দেশে সুসমাচার প্রচারক বা মিশনারীদের পাঠিয়ে।
গ) পার্শ্ববর্তী জেলার কোন একটি শহরে সুসমাচার প্রচার অভিযান চালিয়ে।

দায়িত্ব ভাগকরে দেওয়া ঃ

লক্ষ্য ৫ ঃ যোগ্যতা অনুসারে কাজ ভাগ করে দেওয়ার নীতি অনুসারে খ্রীষ্টিয় পরিচর্যাকাজে কোন্ ধরনের যোগ্য লোকদের দরকার, তাদের বেছে নিতে পারা।

মণ্ডলীর সমস্ত কাজ সফল হওয়ার জন্য মণ্ডলীর সমস্ত সদস্যদের কাজে নিয়োগ করতে হবে। একদল কাজ করবে ও একদল কেবল তাকিয়ে দেখবে, তা হতে পারে না। সকলকেই কাজ করতে হবে।

মণ্ডলী হচ্ছে খ্রীষ্টের দেহ (১ করিন্থীয় ১২ ঃ ২৭)। দেহ কেবল একটি মাত্র অংশ দিয়ে গড়া নয়, তা অনেক অংশ দিয়েই গড়া। প্রতিটি অংশ একটি বিশেষ কাজ করে থাকে, যেমন. চোখ দিয়ে দেখি কিন্তু চোখ দিয়ে আমরা শুনি না। একইভাবে কেউ হয়ত বয়স্কদের শেখাতে খুবই ভাল কিন্তু গান শেখাতে হয়ত পারেনা। সুতরাং, ঈশ্বর প্রত্যেককে যে যোগ্যতা বা দান দিয়েছেন, সেই অনুসারে প্রত্যেককে কাজ ভাগ করে দেওয়া দরকার। সংক্ষেপে বলতে গেলে যোগ্য লোককে যোগ্য জায়গায়ই নিয়োগ করতে হবে।

কোন কোন লোকের প্রতিভা ও আত্মিক দানগুলো স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়—আবার অনেকের মধ্যে লুক্কায়িত প্রতিভা আছে। তাদের দেখে বা কয়েক মিনিট কথা বলে বোঝা যায় যে, কত প্রতিভাবান তারা! যাদের প্রতিভা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, তাদের যোগ্যতা অনুসারে যোগ্য জায়গায় নিয়োগ করতে কোন সমস্যাই থাকেনা। কিন্তু যাদের প্রতিভা লুক্কায়িত তাদের সাথে অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনা করে, বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে, যাচাই করে বা ছোট ছোট পরীক্ষামূলক কাজ দিয়ে, সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার পর, যোগ্য জায়গায় নিয়োগ করতে হবে। অন্যভাবেও এদের যাচাই করা যায়; কতকগুলো কাজের তালিকা তৈরী করে, প্রত্যেক সদস্যের হাতে এক কপি করে দিতে হবে। যে যেমন কাজ করতে পছন্দ করে, সেইভাবে তারা তালিকায় টিক্ (✓) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দেবে। একবার এভাবে পরীক্ষা করে দেখুন! আশা করি এটা খুবই ফলপ্রসূ হবে।

৬। যুবক-যুবতীদের বাইবেল ক্লাস নেওয়ার জন্য একজন শিক্ষকের দরকার। মণ্ডলীর পালক হিসাবে শিক্ষক নির্বাচনে আপনি প্রথমে কি করবেন, নীচের উক্তিগুলোর মধ্যে সেইটি টিক্ (✓) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) যিনি মাঝে মাঝে হাতপাতালে রোগী পরিদর্শন করেন, তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে, তিনি বাইবেল ক্লাশ নিতে পাররেন কিনা।

খ) পালক হিসাবে যদিও আপনার আরও অনেক দায়িত্ব আছে, তবু সময় করে নিজেই বাইবেল ক্লাশ নেবেন।

গ) মণ্ডলীর সব সদস্যদের কাছে একখণ্ড কাগজ দেবেন, যেন যারা আগ্রহী তারা তাদের যোগ্যতার বর্ণনা দিয়ে কাগজটি পূরণ করে দেন।

আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন করা ঃ

মণ্ডলীর জন্য ঈশ্বরের আর্থিক পরিকল্পনার বিষয় শিক্ষা দেওয়া ঃ

লক্ষ্য ৬ ঃ যে উক্তিগুলোতে মণ্ডলীর জন্য ঈশ্বরের আর্থিক পরিকল্পনার বিষয় বলা হয়েছে, সেগুলোর সাথে ঐ ধরনের পদের মিল দেখাতে পারা।

আর্থিক পরিকল্পনা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ঃ

ঈশ্বরের দেওয়া মহান আদেশের পরিপূর্ণতার সঙ্গে মণ্ডলীর আর্থিক পরিকল্পনা অংগাংগিভাবে জড়িত। যে মণ্ডলীগুলো ঈশ্বরের এই আর্থিক পরিকল্পনা সম্পর্কে ওয়াকিফ্হাল নয়, সেগুলো ঈশ্বর কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালনে অক্ষম। বস্তুত ঈশ্বরের আর্থিক পরিকল্পনা সম্পর্কে খ্রীষ্টিয়ানদের শিক্ষা না দেওয়া হলে খুব মারাত্মক তিনটি ক্ষতি হয়ে থাকে ঃ

১। খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য ক্ষতিকর কারণ, যারা ঈশ্বরের পরিকল্পনার মধ্যে আছে, তারা যে আশীর্বাদ পায়, তারা তা থেকে বঞ্চিত হয়।

২। মণ্ডলীর জন্য ক্ষতিকর কারণ, ঈশ্বর কর্তৃক অর্পিত মহান দায়িত্ব পালন করবার জন্য যে প্রয়োজনীয় অর্থ-সম্বল, তা তারা পেতে পারে না।

৩। পালকের জন্য ক্ষতিকর কারণ, সে তার নিজের প্রয়োজনগুলি ঠিকমত মেটাতে পারে না।

ঈশ্বরের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ঃ

ঈশ্বরের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিশেষ ছয়টি দিক আমরা দেখতে পাই। নীচের প্রশ্নটির মধ্য দিয়ে এই দিকগুলো আলোচনা করা হোল ঃ

৭। নীচে ডানদিকে ছয়টি পদ ও বা-দিকে ঈশ্বরের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিশেষ ছয়টি দিক দেওয়া হোল ; অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দিকগুলো ও পদগুলো ভালভাবে পড়ে মিল দেখান।

..... ক) খ্রীষ্টিয়ানদের দশমাংশ ও উপহারের দ্বারাই ঈশ্বরের কাজ চলতে থাকবে।

..... খ) খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের সাহায্য দ্বারা পালক প্রচারকদের ভরণ-পোষণ চলবে।

.....গ) পালক প্রচারকরাও ঈশ্বরের কাজ চালিয়ে যেতে যথা সাধ্য দান করবেন।

..... ঘ) ঈশ্বরের কজে সাহায্য করতে কারুরই অমত করা উচিত না।

...ঙ) ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করেন যারা ঈশ্বরের কাজ ও তাঁর কার্যকারীদের জন্য দান করেন।

.....চ) ঈশ্বরের কাজে প্রতিটি বিশেষ পরিকল্পনার জন্য বিশেষ দানেরও প্রয়োজন আছে।

১) গননাপুস্তক ১৮ ঃ ২৫-২৯।

২) হিতোপদেশ ৩ ঃ ৯-১০ ; মালাখী ৩ ঃ ১০ ; ২ ; করিন্থীয় ৯ ঃ ৬-৭, ১০-১১।

৩) লেবীয় ২৭ ঃ ৩০ ; মালাখি ৩ ঃ ৮-১০ ; ১ করিন্থীয় ১৬ ঃ ১-২।

৪) দ্বিতীয় বিবরণ ১৬ ঃ ১৬-১৭।

৫) আদি ১৪ ঃ ১৮-২০ ; গণনা ১৮ ঃ ১-২৪ ; দ্বিঃ বিবরণ ১৮ ঃ ১-৫ ; ১ করিন্থীয় ৯ ঃ ১১-১৪।

৬) যাত্রা ২৫ ঃ ১-৯ ; গণনা ৭ ঃ ১-৮৯, ইষ্রা ২ ঃ ৬৮-৬৯, রোমীয় ১৫ ঃ ২৫-২৭ ; ২ করিন্থীয় ৮ ঃ ১-৪।

কিছু পরামর্শ ঃ

খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষতা সম্পর্কে মৌলিক সত্যগুলি নূতন বিশ্বাসীদের শিক্ষা দিতে হবে। এই শিক্ষা তাদের বাপ্তিস্ম দেওয়ার আগে প্রস্তুতির অংশ বিশেষ হিসাবে দেওয়া চলতে পারে। এইভাবে তারা

শিখতে পারবে যে দান করা—প্রার্থনা, বাইবেল পাঠ ও গীর্জায় যাওয়ার মতই খ্রীষ্টিয় জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

অন্যান্য বিশ্বাসীদের বাইবেল শিক্ষার মাধ্যমে খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষতা-সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে। এ ধরনের শিক্ষা মণ্ডলীর সমস্ত সদস্যদের এমন কি কার্যকারীদেরও দেওয়া দরকার।

এই শিক্ষার আসল লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বাসীদের দশমাংশ দিতে শিক্ষা দেওয়া বা অভ্যস্ত করান। দশমাংশ না দেবার মাত্র একটি কারণই থাকতে পারে, আর তা হোল কোন রকম আয় না থাকা। সামান্যতম আয় থাকলেও বুঝতে হবে যে, সেই আয় হোল ঈশ্বরের অনুগ্রহ, সুতরাং, তার থেকে দশমাংশ দেওয়া প্রয়োজন।

আর্থিক কমিটি নিয়োগ করা ঃ

লক্ষ্য ৭ ঃ আর্থিক কমিটির দায়িত্বের বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ বেছে নিতে পারা।

প্রেরিত ৬ ঃ ১-৬ পদে আমরা দেখতে পাই যে, মণ্ডলীর মধ্যে থেকে বিধবাদের তত্বাবধান করবার জন্য সাতজন ভাইদের বেছে নেওয়া হয়েছিল। তারপর থেকে বিধবাদের বিষয়ে প্রেরিতদের চিন্তা-ভাবনার আর কোন কারণ ছিলনা—তাঁরা সব সময় প্রার্থনা ও প্রচার কাজের মধ্যেই থাকতেন। একই ভাবে পরবর্তি পর্যায়ে কিছু কিছু মণ্ডলী দেখলো যে মণ্ডলীতে একটি আর্থিক কমিটি নিয়োগ করার দরকার। তারা মণ্ডলীর আর্থিক ব্যাপারে পালককে তার দায়িত্ব যথা-যথাভাবে পালন করতে সাহায্য করবে।

এই আর্থিক কমিটির মধ্যে মণ্ডলীর কোষাধ্যক্ষ এবং কয়েকজন উপদেষ্টা থাকবেন। মণ্ডলীর পালক সাধারণতঃ সেই আর্থিক কমিটির সভাপতি হয়ে থাকেন।

এই কমিটির কার্যাবলী সাধারণতঃ এইরূপ ১) মণ্ডলীর জন্য বাজেট তৈরী ও তা বাস্তবায়ন করা। ২) মণ্ডলীর তহবিল বাড়ানোর জন্য নূতন পরিকল্পনা তৈরী করা ও ৩) দশমাংশ উপহার ও সেচ্ছাদান ইত্যাদির হিসাব রাখা।

৮। এই পাঠ অনুসারে আর্থিক কমিটির নির্দিষ্ট কাজটি হচ্ছে—

ক) মণ্ডলীর টাকা-পয়সা কোন্ কোন্ খাতে ও কিভাবে ব্যয় করতে হবে, তা স্থির করে দেওয়া।

খ) নূতন বিশ্বাসীদের দশমাংশের বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া।

গ) মণ্ডলীর মধ্যে কাকে দিয়ে কি কাজ করানো হবে, সেই বিষয় পরিকল্পনা করা।

মণ্ডলীর তহবিল ঠিকমত রক্ষণা-বেক্ষণ করা ঃ

লক্ষ্য ৮ ঃ এই পাঠের নির্দেশাবলী অনুসরণ করে মণ্ডলীর তহবিল রক্ষণা-বেক্ষণ করবার কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করতে পারা।

মণ্ডলীর টাকা-পয়সা সংগ্রহ, রক্ষা ও ঠিকমত খরচ করাকেই মণ্ডলীর তহবীল রক্ষণা-বেক্ষণ করা বলে। কিভাবে দক্ষিণ আমেরিকার চিলির মণ্ডলীগুলোতে তহবীল রক্ষণা-বেক্ষণ করা হয়, এই অধ্যায়ে (এবং এর পরের অধ্যায়গুলিতে) সে সম্পর্কে কতকগুলো বাস্তব নির্দেশাবলী দেওয়া হয়েছে। এই দেশের মণ্ডলীগুলোর বেলায়ও সেগুলো কাজে লাগবে বলে মনে হয়।

অর্থ সংগ্রহ করা ঃ

উপাসনার সময়ে ও অন্যান্য সভা-সমিতি থেকে যে উপহার বা স্বেচ্ছাদান সংগ্রহ করা হয় এবং মণ্ডলীর সদস্যরা যে দশমাংশ দেয়, কমিটি সেইগুলোর হিসাব রাখবে। কমিটির মধ্যে থেকে কমপক্ষে দুই কি তিনজন লোক এই হিসাব-নিকাশ রাখবে। কমিটির কোষাধ্যক্ষ এদের মধ্যে থাকবেন। সবচেয়ে ভাল হবে যদি 'স্বেচ্ছাদানের' 'জন্য ও 'দশমাংশের' জন্য আলাদা আলাদা হিসাব বই রাখা হয়। দশমাংশের জন্য হিসাব বইয়ে প্রত্যেকের নামের নীচে দশমাংশের অংকটি লেখা থাকবে। কেউ যদি বেশ কিছু টাকা স্বেচ্ছাদান হিসাবে দেন, তবে তাকে একটি রশীদ দেওয়া ভাল। বিশেষভাবে কোন লোক যখন কিছু দিন পর পর নির্দিষ্ট অংকের অর্থ দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। স্বেচ্ছাদান ও দশমাংশ পাওয়ার সাথে সাথে কমিটির কর্তব্য সেই টাকা ঠিকমত গুণে ও হিসাব করে কোষাধ্যক্ষের কাছে জমা দেওয়া।

নিরাপদে রক্ষা করা ঃ

টাকার পরিমান যদি বেশী হয়, তাহলে তা কোন ব্যাংকে হিসাব খুলে নিরাপদে রাখা উচিত। আর তাতে টাকা চুরি হওয়ার বা অন্যভাবে ক্ষতি হবার ভয় থাকেনা। পালক বা কোষাধ্যক্ষ মণ্ডলীর নামে ব্যাংকে হিসাব খুলবে। কেবলমাত্র পালক ও কোষাধ্যক্ষের দুজনের যুগ্ম স্বাক্ষরে টাকা তোলা যাবে।

অনেক মণ্ডলীর কাছাকাছি কোন ব্যাংক নেই। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকের ব্যবস্থা নেই। সেই ক্ষেত্রে লোহার খুব শক্ত বাক্স বা সিন্ধুক তৈরী করে নিরাপদে টাকা রাখতে হবে। পালক বা কমিটির অন্য সদস্যদের কাছে ঐ সিন্ধুকের চাবি থাকবে। যখন টাকার প্রয়োজন হবে, তখন কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে কমপক্ষে দুজন বাক্স খোলার সময়ে উপস্থিত থাকবে।

ঠিকমত ব্যয় করা ঃ

মণ্ডলীর তহবিলের টাকা মন্ডলীর পরিচারকবর্গ একমত হয়ে অনুমোদন করলেই কেবল খরচ করা যেতে পারে। পালকের ভরণ পোষণের জন্য মাসে কত টাকা তাকে দিতে হবে, তা মন্ডলীর পরিচারকবর্গই কোষাধ্যক্ষকে বলে দেবে। ছোট ছোট খরচের বেলায় যেমন-জলের বিল, ইলেক্ট্রিকের বিল, ইত্যাদির জন্য সব সময় পরিচারকবর্গের অনুমোদনের দরকার হয়না। কিন্তু বড় ধরনের খরচের জন্য মন্ডলীর পরিচারকবর্গের অনুমোদনের একান্ত দরকার।

৯। মন্ডলীর তহবিল থেকে টাকা দেওয়ার অর্থ হোল—

.....

যে সব মন্ডলীর টাকা ব্যাংকে জমা থাকে, সেখানে বড় বড় খরচের বিল ব্যাংক-চেকের মারফৎ লেন-দেন করাই ভাল, কিন্তু ছোট খরচের জন্য টাকা দিলে চলে। প্রয়োজনবোধে কোষাধ্যক্ষ খরচের ভাউচারগুলো পরীক্ষা করে দেখবেন (মালের চালান, বিল, বিক্রয় টিকেট অথবা রশীদ)।

১০। এই পাঠে মন্ডলীর তহবিল খরচ করার যে সব নিয়মাবলী দেখানো হয়েছে, সেগুলোর সাথে নীচের যে পদ্ধতি সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করেন সেটি টিক্ (✓) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) কোন একটি মন্ডলীর পক্ষে ব্যাংকে হিসাব খোলা সম্ভব নয়; কাজেই পালকের ঘরে নিরাপদ জায়গায় মন্ডলীর টাকা-পয়সা রাখতে হবে।

খ) কোন একটি মন্ডলীতে জলের বিল, ইলেক্ট্রিক বিল—এধরনের ছোট ছোট বিল দেওয়ার জন্য সব সময়ে আর্থিক কমিটির অনুষ্ঠানিক অনুমতির দরকার হয়না।

গ) কোন একটি মন্ডলীতে দশমাংশ ও রাবিবারিক দান সংগ্রহ করার সাথে সাথেই কোষাধ্যক্ষ একাই গুণে রেখে দেবে।

বিশ্বস্ত হওয়া ঃ

লক্ষ্য ৯ ঃ বিভিন্ন অবস্থার মধ্যেও কেমন করে মন্ডলীর আর্থিক কমিটি বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করে যেতে পারে, এ বিষয়ে যে বর্ণনাগুলি আছে, সেগুলি খুঁজে বের করতে পারা।

মন্ডলীর পরিচারকবর্গ, আর্থিক কমিটির সদস্যবর্গ, এমনকি পালক-কেও একথা ভাবতে হবে যে, তাদেরই দায়িত্ব মন্ডলীর টাকা-পয়সা রক্ষণা-বেক্ষণ করা (২ করিন্থীয় ৮ ঃ ১৯-২০)। প্রভুই মন্ডলীর অর্থ-সম্পদের মালিক। যেহেতু এই অর্থ-সম্পদের মালিক প্রভু—সেহেতু মন্ডলীর পরিচারকবর্গকে বিশ্বস্ততার সাথে মন্ডলীর এই অর্থ-সম্পদ রক্ষণা-বেক্ষণ ও খরচ করতে হবে (১ করিন্থীয় ৪ ঃ ২)। সহজভাবে বলতে গেলে মন্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মন্ডলীর পরিচর্যাকারীরা মন্ডলীর অর্থ-সম্পদ রক্ষণা-বেক্ষণ ও ব্যয় করবেন।

নিজ নিজ পরিচর্যাকাজ সম্পাদন করার জন্য মন্ডলীর পরি-চারকবর্গকে বিশ্বস্ত হতে হবে। যে পালক নিজেই দশমাংশ দেননা, তিনি কেমন, করে অন্যদের দশমাংশ দিতে উপদেশ দেবেন (রোমীয় ২ ঃ ২১-২২)? একইভাবে যে কোষাধাক্ষ্য নিজেই দশমাংশ দেন না,

তিনি কেমন করে প্রভুর অর্থ-সম্পদের তত্বাবধান করবেন? যে লোক নিজে ঈশ্বরকে ঠকায়, সে কিভাবে প্রভুর অর্থ-সম্পদের পরিচর্যাকারী হতে পারে (মালাখি ৩ ঃ ৮)?

মণ্ডলীর পরিচারকবর্গ যদি তাদের কাজে দায়িত্বশীল হন এবং এই পাঠে যে সব মন্দ বিষয় থেকে তাদের দূরে থাকতে বলা হয়েছে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, তাহলে মণ্ডলীর সদস্যদের পূর্ণ আস্থা তারা অর্জন করতে পারবেন, এবং সদস্যরা আরও অধিক দান করবেন। ফলতঃ দিন দিন মণ্ডলীর তহবিল বেড়েই চলবে। এইভাবে মণ্ডলীর উপর ঈশ্বরের অর্পিত মহান দায়িত্বও যথাযথভাবে সুসম্পন্ন হবে। আসল কথা হোল—পরিচারকবর্গের সততাই মণ্ডলীর সদস্যদের বিশ্বাস দৃঢ় করতে সাহায্য করে।

১১। নীচের কোন্ মণ্ডলীতে বিশ্বস্ততার সাথে মণ্ডলীর তহবিল ব্যবহৃত হচ্ছে।

ক) কোন এক মণ্ডলীর সদস্যরা সুসমাচার প্রচার-কাজের জন্য বেশ কিছু টাকা দান করেছিল। মণ্ডলীর আর্থিক কমিটি সিদ্ধান্ত করল যে, ঐ টাকা থেকে কিছু টাকা তারা গীর্জাঘর মেরামতের জন্য ব্যয় করবে।

খ) কোন এক মণ্ডলীর সদস্য কোষাধ্যক্ষের কাজ করবার জন্য মণ্ডলীর কাছে জানালেন, কিন্তু মণ্ডলী বলল যে, যে পর্যন্ত সে নিজে দশমাংশ না দিচ্ছে, সে পর্যন্ত এই কাজ কর বার যোগ্যতা তার নেই।

হিসাব বই' এর ব্যবহার ঃ

লক্ষ্য ১০ ঃ মণ্ডলীতে 'হিসাব বই' ব্যবহার করার জন্য হিসাবের জন্য হিসাবের বিভিন্ন দিক্ বুঝতে পারা।

টাকা পয়সার সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার জন্য হিসাব বই'এর একান্ত প্রয়োজন। যদিও মণ্ডলীতে আয় ব্যয়ের হিসাব রাখার জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মত অনেক ধরনের হিসাব বই' এর দরকার হয়না। মণ্ডলীর কোষাধ্যক্ষ মণ্ডলীর আয়-ব্যয়ের হিসাবের জন্য একটা ক্যাশ বই ব্যবহার করলে, তাই যথেষ্ট।

প্রতি মাসে যে পরিমান টাকা আয় ও ব্যয় হচ্ছে সে গুলোর বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্যই ক্যাশ বই ব্যবহার করা হয়। ক্যাশ বই' এর পাতার দুদিকেই আয়-ব্যয়ের হিসাব লিখতে হবে—যেমন বা-হাতে 'আয়ের' হিসাব ও ডানহাতে 'খরচের' হিসাব লিখতে হবে। 'খরচের' হিসাবে কোন্ কোন্ খাতে কত টাকা খরচ হোল, সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখতে হবে।

'আয়ের' হিসাবের মধ্যে দশমাংশ ও পরিবারিক উপহারই সাধারণতঃ দেখা যায়। কোন কিছু বিক্রীর টাকা 'আয়ের' হিসাবে মাঝে মাঝে আসতে পারে। 'খরচের' হিসাবের মধ্যে সাধারণতঃ দেখা যায়, পালকের ভরণ-পোষণের খরচ বা তার বেতন ও মণ্ডলীর অন্যান্য খরচ, যেমন—মণ্ডলীর জন্য গান বই, বাইবেল, চেয়ার, প্রভুর ভোজের রুটি ও দ্রাক্ষারস ইত্যাদি।

দশমাংশ দেওয়ার বই'এ দশমাংশের হিসাব রাখা হবে—মাসের শেষে যোগ করে তা ক্যাশ বই'এ তুলতে হবে। প্রচার কেন্দ্র ও শাখা মণ্ডলী গুলোতে একইভাবে আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখতে হবে।

১২। ক্যাশ বই'এর প্রয়োজনীয়তা কি ?

.....

.....

বিশেষ কারণে তোলা দান সরাসরি সেই কারণেই ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন—কোন অতিথি প্রচারকের জন্য, কোন মিশনের জন্য বা কোন বাইবেল স্কুলের জন্য তোলা দান, সরাসরি সেই কারণেই ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু ঐ অতিথি প্রচারক বা মিশনকে দেবার জন্য তোলা টাকা, আয়ের হিসাবে লিখে রাখতে হবে, এবং গরীব পরিবারকে সাহায্য বা কোন বাইবেল স্কুলের জন্য দেওয়া বলে 'খরচের, হিসাবও লিখে রাখতে হবে। এইভাবে সব আয়-ব্যয়ের লিখিত প্রমাণ মণ্ডলীতে রাখতে হবে।

ক্যাশ বই'এ কিভাবে আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখতে হয়, নীচে তার একটি নমুনা দেওয়া গেল।

১	আয়	জুন ১৯.....		ব্যয়	১
তাং			তাং		
১	উপহার সংগ্রহ	১৫০'৭৫	৩	যাতায়াত বাবদ	৯০'০০
৮	,,	১৭০'২৫	৫	জিনিস পত্র ক্রয়	১৭৫'০০
১৫	,,	১০৫'০০	৮	খাম ও টিকিট ক্রয়	২০'০০
২০	প্রচার তহবিল	৫৯০'০০	২৫	রেভাঃ সরকারকে দান	৩৫০'০০
২২	উপহার সংগ্রহ	১৬৫'৭০	২৫	কেন্দ্রিয় প্রচার তহবিল	৫৯০'০০
২২	রেভাঃ সরকারের জন্য সংগ্রহ	৩৫০'০০	৩০	পালকের বেতন	১৫০০'০০
২৯	উপহার সংগ্রহ	১৫০'০০	৩০	গির্জাবাড়ী তদারককারীর বেতন	৮৫০'০০
৩০	সাণ্ডে স্কুল থেকে	৬০'০০			
৩০	শাখা মণ্ডলী থেকে	১০০'০০			
৩০	যুব সমিতি থেকে	১৫০'০০			
৩০	মহিলা সমিতি থেকে	২০০'০০			
৩০	মাসিক দশমাংশ	১৫৫০'০০			
	মাসিক সংগ্রহ				
	মে মাসের থেকে	৩৭৪১'৭০		মাসিক খরচ	৩৫৭৫'০০
	উদ্বৃত্ত টাকা	১৬৮'৩০		জুলাই মাসের জন্য	৩৩৫'০০
	মোট	৩৯১০'০০		উদ্বৃত্ত টাকা	৩৯১০'০০
				মোট	

উপরে যে ভাবে দেখানো হয়েছে সেইভাবে মাসের শেষে আয়-ব্যয়ের হিসাব মিলিয়ে রাখতে হবে। বাদিকের 'আয়ের' হিসাবের সাথে আগের মাসের উদ্বৃত্ত টাকা সহ টাকার মোট পরিমান, 'ব্যয়ের' হিসাবের সাথে সামনের মাসের জন্য উদ্বৃত্ত টাকা সহ টাকার মোট পরিমান এক হতে হবে।

প্রত্যেক মণ্ডলীতে সমস্ত জিনিষ পত্রের হিসাবের জন্য একটি খাতা থাকতে হবে। মণ্ডলীর প্রতিটি জিনিস ও আসবাব পত্রের লিখিত হিসাব থাকবে এই খাতায়। কোন জিনিস কাউকে দিয়ে দেওয়া হলে, নূতন কিছু কেনা বা তৈরী করা হলে বা নষ্ট হয়ে গেলে অথবা বিক্রী করে দেওয়া হলে, তার বিস্তারিত বিবরণ থাকবে এই খাতায়।

মাঝে মাঝে জিনিস পত্র এই খাতার সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে, সেগুলি সব ঠিকমত আছে কিনা। আরও ভালভাবে বলতে গেলে, তালিকায় যে সব জিনিসের উল্লেখ আছে, বস্তুত সেগুলো আছে কি নেই, তা মাঝে মাঝে যাচাই করে নেওয়া উচিত। মণ্ডলীর নূতন পালকের সুবিধার জন্য, মণ্ডলীতে কি কি জিনিস আছে, তা জানবার জন্য এই ধরনের একটি খাতা রাখা একান্তভাবে দরকার।

১৩। বা দিকের আয়-ব্যয়ের কাজগুলো ডান দিকের কোন্ বই'এর কোন্ পৃষ্ঠায় তালিকাভুক্ত করা হবে, সেগুলো ঠিকমত সাজান।

.....ক) বাইবেল স্কুলের জন্য দু'শ টাকা স্বেচ্ছাদান পাওয়া।	১) দশমাংশ হিসাব রাখার বই'এ।
.....খ) নূতন তিনটি চেয়ার কেনা।	২) ক্যাশ বই'এর বাদিকের পাতায়।
.....গ) শাখা মণ্ডলী থেকে মাসে দেড়'শ টাকা স্বেচ্ছাদান পাওয়া।	৩) ক্যাশ বই'এর ডানদিকের পাতায়।
.....ঘ) পালকের মাইনে বাবদ পনেরশো টাকা দেওয়া।	৪) জিনিস-পত্রের হিসাবের খাতায়।
.....ঙ) বাইবেল স্কুলের জন্য দু'শ টাকা দেওয়া।	

……চ) সমর বাবুর কাছ থেকে দশমাংশ হিসাবে দু'শো টাকা পাওয়া।

……ছ) দু'টো পুরানো গীটার বিক্রী।

হিসাব-নিকাশ দেওয়া ঃ

লক্ষ্য ১১ ঃ কোষাধ্যক্ষের টাকা পয়সার হিসাবের মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয় থাকতে হবে, সেই সম্পর্কে কতকগুলো উদাহরণ চিনে নিতে পারা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, প্রত্যেককেই তার পরিচর্যা-কাজের হিসাব দিতে হবে। একইভাবে বলা যায় যে, মণ্ডলীর কোষাধ্যক্ষকেও প্রত্যেক মাসে মণ্ডলীর পরিচারকবর্গের বা ডিকন বোর্ডের কাছে মণ্ডলীর টাকা পয়সার হিসাব দিতে হবে। যতদিন পর্যন্ত মণ্ডলী বিস্তারিত হিসাব না চায়, ততদিন পর্যন্ত কোষাধ্যক্ষ মণ্ডলীর পরিচারকবর্গের কাছে প্রতি মাসে সাধারণ সংক্ষিপ্ত হিসাব দিয়ে যাবেন। এই সাধারণ সংক্ষিপ্ত হিসাব হবে এরূপ ঃ ১) দশমাংশ দানকারীদের তালিকা ও তাদের দেওয়া টাকার পরিমান। ও ২) মণ্ডলীর বর্তমান আর্থিক অবস্থা।

উপরের আলোচনার আলোকে নীচে প্রতিমাসে সাধারণ সংক্ষিপ্ত হিসাবের একটি নক্শা দেওয়া হোল ঃ—

জুন, ১৯

আয় ঃ		ব্যয় ঃ	
রাবিবারিক উপহার	৭৪১'৭০	বিশেষ উপহার	৯৪০'০০
বিশেষ উপহার	৯৪০'০০	সাধারণ খরচ	১৯৫'০০
শাখা সংগঠন থেকে	৫১০'০০	যাতায়ত খরচ	৯০'০০
দশমাংশ	১৫৫০'০০	বেতন	২৩৫০'০০
মোট সংগ্রহ	৩৭৪১'৭০	মোট খরচ	৩৫৭৫'০০
মে মাসের থেকে উদ্বৃত্ত টাকা	১৬৮'৩০	জুলাই মাসের জন্য উদ্বৃত্ত টাকা	৩৩৫'০০
মোট	৩৯১০'০০	মোট	৩৯১০'০০

এই একই ধরনের রিপোর্ট বাৎসরিক মণ্ডলীর সভায়ও পেশ করতে হবে। তাই প্রত্যেক মাসের হিসাব প্রত্যেক মাসে করে রাখলে বাৎসরিক হিসাব দেওয়া খুবই সহজ হবে।

১৪। এই পাঠে কোষাধ্যক্ষের মাসিক হিসাবের যে নক্শা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে নীচের কোন্ খাতগুলো থাকবে, তা টিক্ চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) সাধারণ আয়ের পরিমান।
খ) মণ্ডলীর আস্বাব-পত্রের তালিকা।
গ) মাসিক মোট ব্যয়।
ঘ) বিশেষ দানের পরিমান।
ঙ) মাসিক মাইনের জন্য সর্বমোট ব্যয়।

পালকের ভরণ-পোষণ ঃ

লক্ষ্য ১২ ঃ পালকের ভরণ-পোষণের জন্য টাকার যে ভিন্ন ভিন্ন পরিমান দেওয়া হয়েছে, তার থেকে কোন একটি বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একজন পালকের উপযুক্ত ভরণ-পোষণের জন্য টাকার পরিমান নির্ধারণ করতে পারা।

পালকের ভরণ-পোষণের বিভিন্ন উপায় ঃ

পালকের ভরণ-পোষণ চালাবার জন্য বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে প্রধান উপায়গুলো হচ্ছে ঃ— ১) মণ্ডলীর সদস্যদের দশমাংশ দেওয়া, ২) স্বেচ্ছা-দান ও দশমাংশের থেকে কিছুটা দেওয়া, ৩) অল্প কিছু কিছু দিয়ে তাকে সম্মান করা, ৪) মাসিক বেতন দেওয়া, ও ৫) কিছু দান করা।

উপযুক্ত ভরণ-পোষণ ঃ

পালকের উপযুক্ত ভরণ-পোষণ কেমন হবে, অর্থাৎ কত টাকার মধ্যে মোটামুটিভাবে সে চলতে পারে তা স্থির করা, অনেক সময়ে, অনেক মণ্ডলীর পক্ষে সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সমস্যার প্রথম কারণ হোল—মণ্ডলীর পরিচারকবর্গ বা ডিকন বোর্ডের পক্ষে স্থির করা একটু কঠিন হয় যে, কত টাকার মধ্যে পালক তার সংসার

চালাতে পারবেন। পালক যে খুব বিলাসীতায় জীবন যাপন করবেন তা নয়, তবে তিনি যাতে একটু ভালভাবে জীবন যাপন করতে পারেন, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তার ভরণ-পোষণের বন্দোবস্ত করতে হবে। যাতে পালক তার কাজ "আনন্দের সংগে" করতে পারেন, "দুঃখের সংগে নয়" (ইব্রীয় ১৩ ঃ ১৭)।

মণ্ডলীর সদস্যদের সব সময় এই বিষয় মনে রাখতে হবে যে, দিনের মধ্যে অনেক লোকই পালকের কাছে এসে থাকে, এবং তাকে ভদ্রতার খাতিরে তাদের আতিথেয়তা করতে হয়। এ ছাড়া, পালকীয় কাজে প্রায় তাকে সদস্যদের বাড়ী যেতে হয়—অনেক কাজে বাইরেও যেতে হয়। এসব আজকের দিনে যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ। জাঁক-জমকতায় পূর্ণ না হলেও সব ধরনের লোকের সাথে মিশবার মত কাপড় চোপড় দরকার। নিজের জ্ঞান বাড়ানোর জন্য, ও মণ্ডলীতে আরও শক্তিশালী প্রচারের জন্য তাকে যথেষ্ট লেখা-পড়াও করতে হয়। এজন্য নূতন নূতন বই তাকে কিনতে হয়—এরপর পালকের পরিবার যদি বড় হয়, তাহলে তার পরিবারের খরচ একটা ছোট পরিবারের চেয়ে অনেক বেশী হবে।

মণ্ডলীর পালকের পারিবারিক ভরণ-পোষণের বিষয় এ যাবৎ যা আলাপ-আলোচনা করা হোল, সেই সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করে আমরা মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, একজন সরকারী অফিসার যে পরিমান মাইনে ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন, একজন পালককেও সেই পরিমান মাইনে ও সেইসব সুযোগ সুবিধা দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে।

১৫। কোন এক মণ্ডলীর সদস্যরা তাদের পালকের জন্য মাসিক ভরণ-পোষণের পরিমান ধার্য করতে চায়। এই পাঠে এ সম্পর্কে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে নীচের কোন্‌টি আপনি সঠিক বলে মনে করেন ?

ক) একজন সরকারী অফিসার যে মাইনে ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন সেই অনুসারে—

খ) মণ্ডলীর অধিকাংশ সদস্যদের আয়ের অনুপাতে—

গ) এই দেশের একজন ডাক্তার বা আইনজীবির জীবন-যাপনের মান অনুসারে—

বাজেট তৈরীর কাজ ঃ

লক্ষ্য ১৩ ঃ বাৎসরিক একটি নির্দিষ্ট আয়ের মধ্যে ও এই পাঠে যেভাবে দেখান হয়েছে সেইভাবে, মণ্ডলীর জন্য একটি বাজেট তৈরী করতে পারা।

প্রত্যেক ব্যক্তির আয় অনুসারে বাজেট তৈরী করবার গুরুত্ব সম্পর্কে সপ্তম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে—একটি মণ্ডলীর জন্য ও তার সুষ্ঠ পরিচালনার জন্যও একটি বাজেটের অত্যন্ত প্রয়োজন।

যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে প্রথমে একটি বাজেট কমিটি তৈরী করতে হবে। কমিটি বাজেটের একটি খসড়া তৈরী করে পালক ও মণ্ডলীর পরিচারকবর্গ বা ডিকন বোর্ডের কাছে পেশ করবেন। ডিকন বোর্ড বাজেটের বিভিন্ন দিক আলাপ-আলোচনা করে মণ্ডলীর সাধারণ সভায় তা অনুমোদনের জন্য পেশ করতে পারেন। অনেক সময় পালক তার ডিকন বোর্ডকে নিয়ে এই বাজেট কমিটির কাজ করে থাকেন।

মণ্ডলীর স্থায়ী আয়ের উৎসগুলোর সাথে ছোট ছোট বা অস্থায়ী আয়ের উৎসগুলোও বাজেট কমিটি পরীক্ষা করে দেখবেন। এইভাবে মণ্ডলীর নিত্য-নৈমিত্তিক খরচের সাথে অপ্রত্যাশিত খরচের আনুমানিক ধারণা, নূতন কোন ধরনের বিনিয়োগের জন্য খরচ, এগুলো সবই বাজেট কমিটি আগাম হিসাব করে দেখবেন—এই ভাবে বাজেট তৈরী হলে, আয়ের চেয়ে ব্যয়ের পরিমান বেশী হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকবেনা।

এক এক বছরের ভিত্তিতেই সাধারণত বাজেট তৈরী করা হয়ে থাকে। মাসে কত খরচ করতে হবে, তা জানবার জন্য সমগ্র বাজেটের অংকটা ২ দিয়ে ভাগ করলেই পাওয়া যাবে। মুদ্রাস্ফীতির জন্য যদি বাজেট ফেল করে, তাহলে, সেইভাবে বাজেটের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন সাধন করা যেতে পারে। কিন্তু প্রতিটি বিষয়ে আপনি আয়ের শতকরা কতভাগ ব্যয় করবেন, এভাবে যদি বাজেট তৈরী করেন, তবে বাজেটের পরিবর্তনের দরকার হবে না।

১৬। একটি মণ্ডলীর বাজেট যদি বছরে আটচল্লিশ হাজার টাকা হয়, তাহলে ঐ মণ্ডলীর মাসিক আয় গড়ে কত টাকা হতে হবে—

ক) ২৮০০ টাকা।
খ) ৪,০০০ টাকা।
গ) ৬,০০০ টাকা।
ঘ) ১০,০০০ টাকা।

নীচে বাজেটের একটি নক্শা দেওয়া হোল আপনার মণ্ডলীর আয় ব্যয়ের প্রয়োজন অনুসারে এটি ব্যবহার করুন।

আয়	বাৎসরিক	মাসিক
দশমাংশ		
মণ্ডলীভুক্ত সদস্যদের থেকে	.....	.....
নূতন সদস্যদের থেকে	.....	.....
যোগদানকারী লোকদের থেকে	.....	.....
উপহার		
সাধারণ	.....	.....
বিশেষ	.....	.....
অন্যান্য আয়		
বিক্রয় থেকে	.....	.....
বিশেষ দান	.....	.....
মোট আয়	.....	.....
	.....	.....

ব্যয়	বাৎসরিক	মাসিক
আন্তঃ সাম্প্রদায়িক পর্যায়ে		
বাইবেল সোসাইটির জন্য	.....	.....
বিভিন্ন সংগঠনের জন্য	.....	.....

ইউনিয়ন পর্যায়ে

প্রচার কাজের জন্য	.....	.....
ইউনিয়ন তহবিলের জন্য	.....	.....
আঞ্চলিক তহবিলের জন্য	.....	.....
বাইবেল স্কুলের জন্য	.....	.....

স্থানীয় পর্যায়ে

সাধারণ খরচ	.....	.....
যাতায়াত খরচ	.....	.....
সাহিত্য	.....	.....
প্রচার মূলক	.....	.....
ঘর-দোর তোলা ও মেরামত	.....	.....
মাইনে	.....	.....
আসবাব-পত্র	.....	.....
জরুরীভিত্তিক (বিবিধ)	.....	.....
মোট খরচ	.....	.....
	.....	.....

বৎসরের শেষে মণ্ডলীর ডিকন বোর্ড ও বাজেটের ফলাফল অবশ্যই পর্যালোচনা বা মূল্যায়ন করবেন। মূল্যায়নের প্রধান বিষয়-গুলো এরূপ ঃ মণ্ডলীর আয় কি আশানুরূপ হয়েছিল ? কিছু কিছু খরচা কি বাদ দেওয়া যেত ? কোন কোন প্রয়োজনে আরও কোন আয়ের উৎস ছিল কি ? এই ধরনের আরো কিছু প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে পাবার পরেই পরবর্তি বছরের জন্য বাজেট তৈরীর কাজ শুরু করতে হবে।

১৭। 'হিসাব বই এর ব্যবহার' এ দেওয়া জুন মাসের হিসাবের নক্শাটি ভালভাবে দেখুন। মনে করুন ঐ মণ্ডলীর সমস্ত বছরের আয় ছিল মোট ৪৫,৫০০ টাকা (জুন মাসের ৩৭২১'৭০ সহ)। উপরে দেওয়া বাজেট অনুযায়ী আপনার নোট বই'এ মণ্ডলীর জন্য আগামী বছরের সম্ভাব্য বাৎসরিক বাজেটটি তৈরী করুন।

● ● ●

পরীক্ষা—৯

১। সুসমাচারের ধনাধ্যক্ষতা বলতে কি বুঝায়, তা আপনি কয়েক-জন যুবক-যুবতীদের বোঝাতে চান। ডানদিকে এই ধনাধ্যক্ষতার বিভিন্ন দিক দেখানো হয়েছে, ও বাদিকে কতগুলি বাইবেলের পদ দেওয়া আছে, এবার এগুলির মধ্যে মিল দেখান।

.....ক) মথি ১০ ঃ ৭-৮	১) সুসমাচার ঈশ্বরের কাছ থেকেই এসেছে।
.....খ) মার্ক ১৬ ঃ ১৫	
.....গ) প্রেরিত ৪ ঃ ১২	২) আমরা সুসমাচারের ধনাধ্যক্ষ মাত্র।
.....ঘ) প্রেরিত ১০ ঃ ৩৬-৪২	
.....ঙ) রোমীয় ১ ঃ ১	৩) সুসমাচার আমাদের জানতে হবে।
.....চ) ১ করিন্থীয় ৩ ঃ ৯	
.....ছ) ১ তীমথিয় ১ ঃ ১১	৪) আমাদের সুসমাচার প্রচার করতে হবে।

২। কাজের একটি তালিকা আপনার নোট বই'এ তৈরী করে নিন ..... যাতে মণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দিতে মণ্ডলীর পরি-চারকবর্গের পক্ষে সহায়ক হয়। কমপক্ষে দশটি বিশেষ কাজের নাম লিখুন ; যেমন—রোগীদের কাছে যাওয়া, সহভাগীতা সভার আয়োজন, ইত্যাদি।

৩। মনে করুন কয়েকজন নূতন বিশ্বাসীকে মণ্ডলীর জন্য ঈশ্বরের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কি, তা বুঝাতে চাচ্ছেন। এ সম্পর্কে কমপক্ষে যে ছয়টি দিকের উপর আপনি জোর দিতে চান, সেগুলি আপনার নোট বই'এ লিখুন। প্রতিটি দিকের জন্য একটি করে পদ উল্লেখ করতে ভুলবেন না।

১৩। ক—২) 'ক্যাশ বই' এর বা-দিকের পাতায়।
খ—৪) 'জিনিষ-পত্রের হিসাব খাতায়।
গ—২) 'ক্যাশ বই'এর বা-দিকের পাতায়।
ঘ—৩) 'ক্যাশ বই'এর ডান-দিকের পাতায়।
ঙ—৩) 'ক্যাশ বই'এর ডান-দিকের পাতায়।
চ—১) 'দশমাংশ হিসাব রাখার বই'এ।
ছ—৪) 'জিনিষ-পত্রের হিসাব খাতায়।

৫। ক) মণ্ডলীর আশে-পাশের বাড়ীগুলোতে খ্রীষ্টিয় সাহিত্য বিতরণ করে।

১৪। ক) সাধারণ আয়ের পরিমান।
গ) মাসিক মোট ব্যয়।
ঙ) মাসিক মাইনের জন্য সর্ব মোট ব্যয়।

৬। গ) মণ্ডলীর সব সদস্যদের কাছে একখণ্ড কাগজ দেবেন, যেন যারা আগ্রহী তারা তাদের যোগ্যতার বর্ণনা দিয়ে কাগজটি পূরণ করে দেন। (এ ভাবে প্রকৃতভাবে আগ্রহশীল ও যোগ্যতাসম্পন্ন লোক বেছে নিতে সহজ হবে। এটিই মণ্ডলীর কাজগুলি সকল সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার সহজ উপায়।

১৫। ক) একজন সরকারী অফিসার যে মাইনে ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন সেই অনুসারে—(পালকেরা অনেক সময় বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব পালন করে থাকেন, তাই তাদের প্রয়োজনীয় ভরণ-পোষণের জন্য যা দরকার, তা তাদের দিতে হবে।)

৭। ক—৩) লেবীয় ২৭ ঃ ৩০; মালাখি ৩ ঃ ৮-১০; ১ করিন্থীয় ১৬ ঃ ১-২।
খ—৫) আদি ১৪ ঃ ১৮-২০; গণনা ১৮ ঃ ১-২৪; দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ ঃ ১-৫; ১ করিন্থীয় ৯ ঃ ১১-১৪।
গ—১) গণনা ১৮ ঃ ২৫-২৯।
ঘ—৪) দ্বিতীয় বিবরণ ১৬ ঃ ১৬-১৭।

ঙ—২) হিতোপদেশ ৩ ঃ ৯-১০ ; মালাখি ৩ ঃ ১০ ; ২ করিন্থীয় ৯ ঃ ৬-৭, ১০-১১ ।

চ—৬) যাত্রা ২৫ ঃ ১-৯ ; গণনা ৭ ঃ ১-৮৯ ; ইষ্রা ২ ঃ ৬৮-৬৯ ; রোমীয় ১৫ ঃ ২৫-২৭ ; ২ করিন্থীয় ৮ ঃ ১-৪ ।

১৬। খ) ৪,০০০ টাকা। (বাৎসরিক বাজেট ৪৮,০০০ টাকা'কে যদি ১২ দিয়ে ভাগ করা হয়, তাহলে মাসিক আয় হতে হবে ৪,০০০ টাকা।)

৮। ক) মণ্ডলীর টাকা-পয়সা কোন্ কোন্ খাতে ও কিভাবে ব্যবহার করতে হবে, তা স্থির করে দেওয়া।

১৭। নোট বই এ আপনার উত্তর লিখুন। আপনি যদি কোন একটি মণ্ডলীর কোষাধ্যক্ষ হন, তাহলে হয়ত আপনি আপনার মণ্ডলীর জন্য বই'এ দেওয়া বাজেটটিকে ব্যবহার করতে ইচ্ছুক হতে পারেন, বাজেট আপনাকে সাহায্য করবে কিভাবে, আপনি মণ্ডলীর অর্থসম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন ও মণ্ডলীর উপর অর্পিত ধনাধ্যক্ষতার সু-মহান দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করে ঈশ্বরের গৌবর করবেন।

৪। ধরুন আপনাকে এমন একটি মণ্ডলীর নেতৃত্ব দিতে বলা হয়েছে, যে মণ্ডলীতে দশমাংশ সম্পর্কে কোন দিন কোন শিক্ষা দেওয়া হয়নি ও মণ্ডলীর টাকা-পয়সা রক্ষণা বেক্ষনের কোন সুষ্ঠ ব্যবস্থা নেই ও কোন হিসাব বইও রাখা হয়না। এদের সাহায্যের জন্য আপনি যে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চান, সেগুলি নোট বই'এ লিখুন।

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর ঃ

(উত্তরগুলো ধারাবাহিক নয়)

৯। মণ্ডলীর বিভিন্ন কাজের জন্য ব্যয় করা।

১। খ) উপরই সুসমাচার প্রচারের দায়িত্বভার দেওয়া।

১০। খ) কোন একটি মণ্ডলীতে জলের বিল, ইলেকট্রিক বিল—এধরনের ছোট ছোট বিল দেওয়ার জন্য সব সময়ে আর্থিক কমিটির আনুষ্ঠানিক অনুমতির দরকার হয়। ('ক' ও 'গ' পদ্ধতি দুটোর মধ্যে ভুল বের করে দেখাতে পারেন কি ?)

২। গ) এগুলোই হচ্ছে মণ্ডলীর কাজ সফল হওয়ার উপায়।

১১। খ) কোন এক মণ্ডলীর সদস্য কোষাধ্যক্ষর কাজ করবার জন্য মণ্ডলীর কাছে জানালেন, কিন্তু মণ্ডলী তাকে বলল যে, যে পর্যন্ত সে নিজে দশমাংশ না দিচ্ছে, সে পর্যন্ত এই কাজ করবার যোগ্যতা তার নেই। (আর্থিক কমিটির "ক" সিদ্ধান্তটিতে কি অবিশ্বস্ততা আমরা দেখতে পাই ?)

৩। নোট বই'এ আপনার উত্তর লিখুন। আপনার মণ্ডলীর পরিকল্পনাগুলি কি সুষম ?

১২। প্রতিমাসে যে পরিমাণ টাকা আয় ও ব্যয় হচ্ছে সেইগুলোর বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্যই ক্যাশ বই'এর প্রয়োজনীয়তা।

৪। ক) ৫ ঙ) ৬
খ) ৩ চ) ৭
গ) ২ ছ) ৪
ঘ) ১